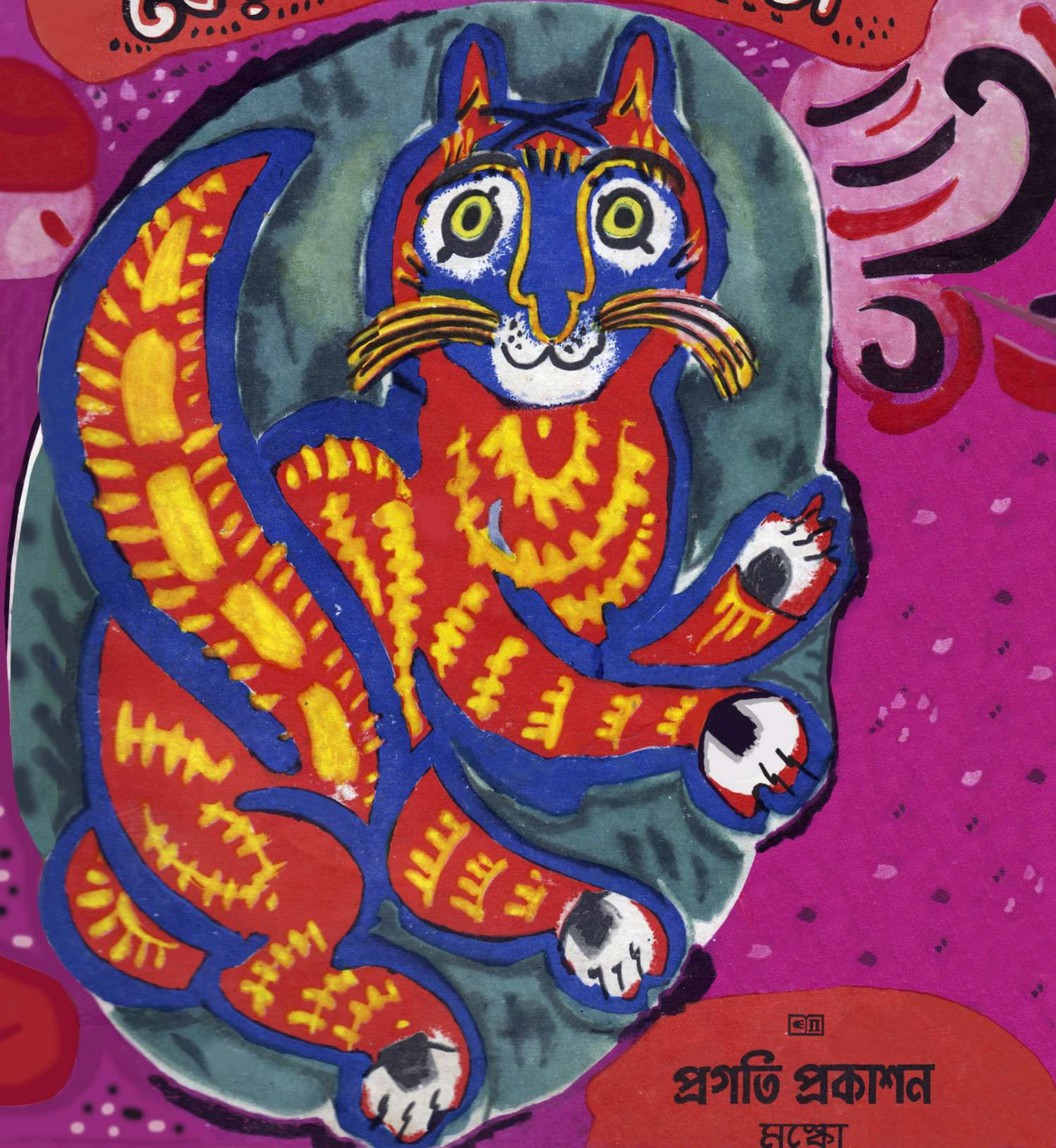
তাতিয়ানা মাভরিনা

# পিঠে হল ভাজা, বেড়ালের নাক বোঁচা



প্রগতি প্রকাশন
মস্কো



আমাদের দেশের মিউজিয়মগুলোয় সযত্নে সাজানো আছে সাবেক কালের রুশী পুতুল-পিঠের নানা নমুনা, আর তা বানাবার লাইম কাঠের পাটা। সত্যিকারের শিল্পকর্ম এই পাটাগুলো, ভারি সুন্দর করে তাতে ক্ষোদাই করা হত মানুষ, পশু, পাখি, ফুল, মাছের মূর্তি। মায়াময় সে খেলনা-জগতে অনায়াসে মিলে যেতে পারত ঘর-বাড়ি, জাহাজ, ট্রেন আর পাল তোলা হাওয়াই কল।

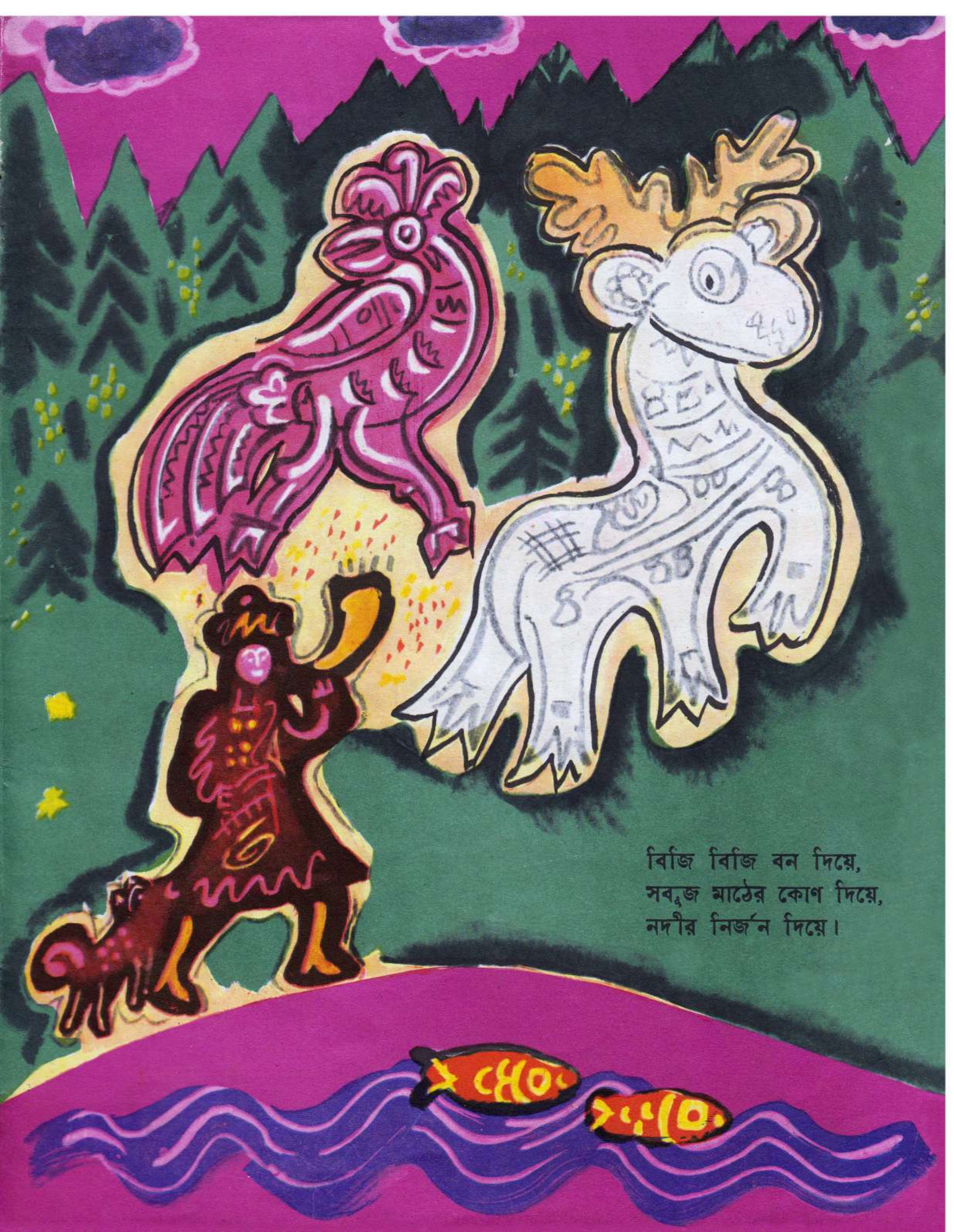
চিত্রকরী ত. আ. মাভরিনা লোক শিল্প নিয়ে অনেক চর্চা করেছেন। রুশী এই পুতুল পিঠেগুলোর অশেষ বৈচিত্র্য ও শোভায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তাদেরকেই করেছেন তাঁর কাহিনীর নায়ক নায়িকা আর কথা গেঁথেছেন রাশিয়ার লৌকিক ছড়ার ঢঙে।

যাদু জগতের এক বেড়াল ভাবলে
মধু দেওয়া পিঠে ভাজবে ছানাগুলোর জন্যে,
সেই ধরনের পুতুল-পিঠে যা তার
দাদু খেত। তারপর যা ঘটল তাই নিয়েই এই বইটা।

পিঠে ভাজার খেয়ালে
চুল্লি জ্বালে বেড়ালে।
পিঠে ভাজব, পিঠে,
পুতুল মিঠে মিঠে।
ছানাগুলোকে ডেকে-ডুকে বসাল সব্বাইকে।



গনগনে আঁচ ইঁটে,
ভাজা হচ্ছে পিঠে,
পিঠে হল ভাজা,
বেড়ালের নাক বোঁচা—
চুল্লি থেকে ছুটে
সব পিঠেই পিটটান।



ঝিঁজি ঝিঁজি বন দিয়ে,
সবুজ মাঠের কোণ দিয়ে,
নদীর নির্জন দিয়ে।

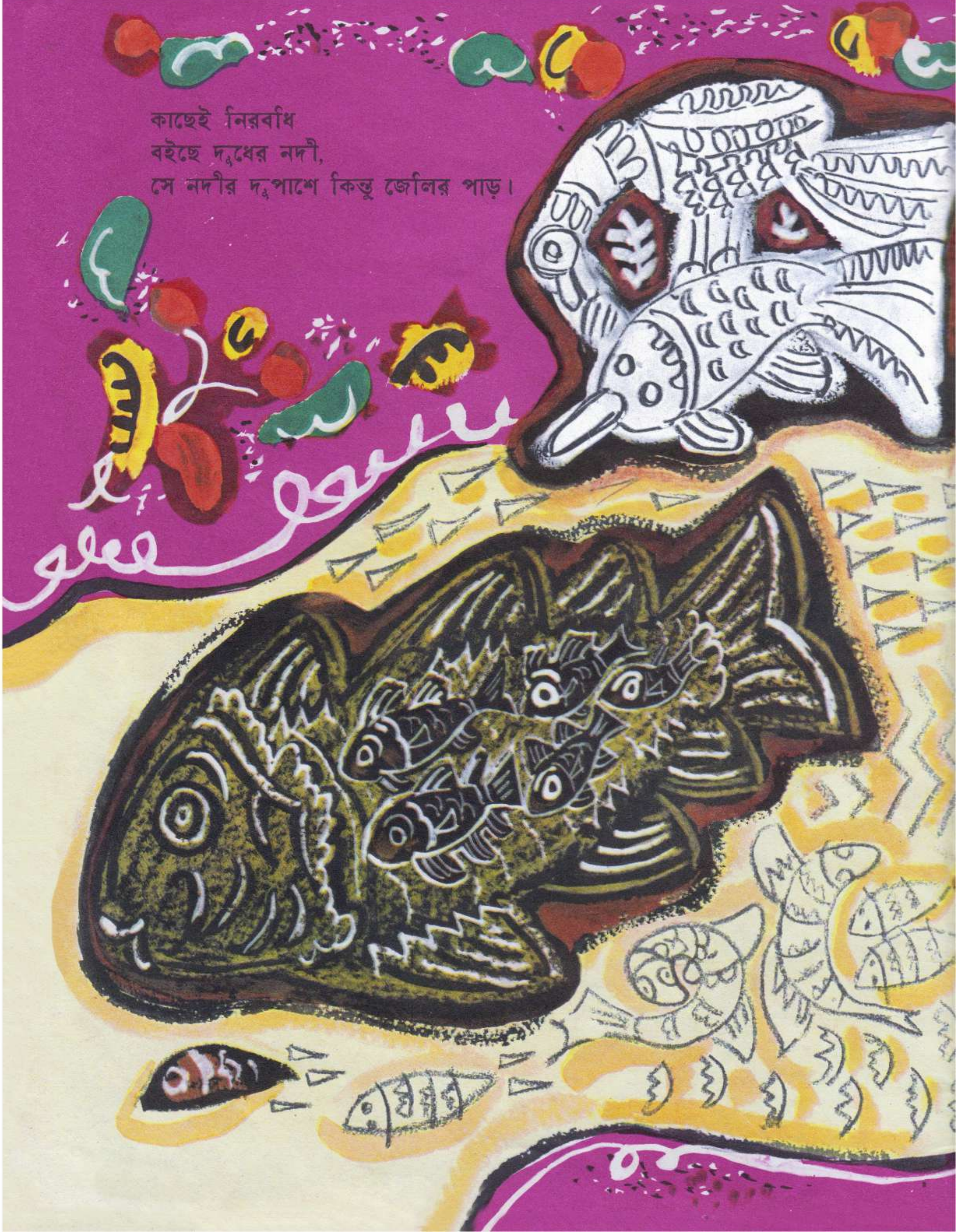


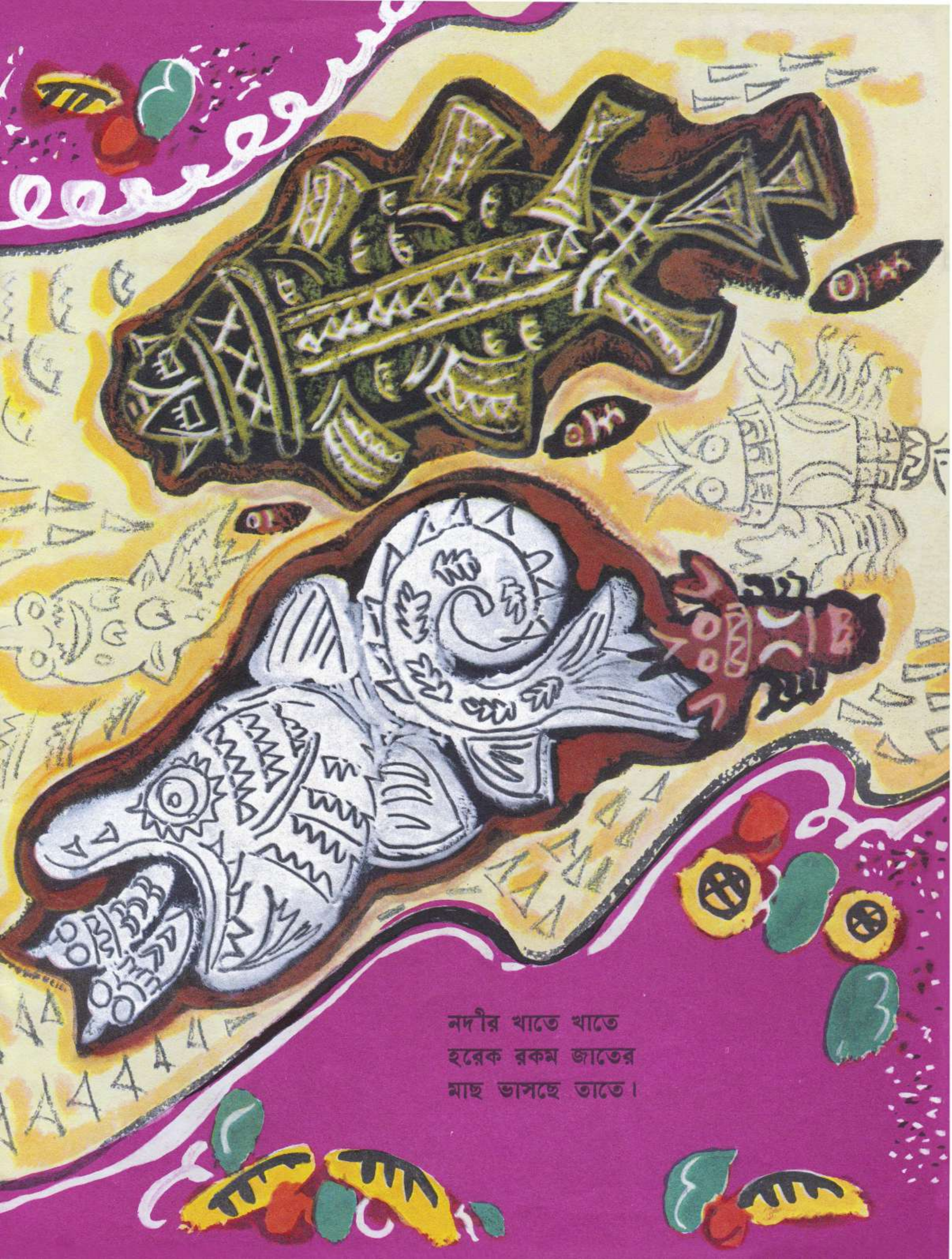
ওদিকে পাহাড়টিতে,
টিলার বাহারটিতে,
তিন রাখালে জুটল,
তিন রাখালের কুকুর
তিন দিকেতে ছুটল।



সাত তাড়াতাড়ি
বানিয়ে নিলে বাড়ি,
উঁচুও নয়, নিচুও নয়,
গাছে জড়াজড়ি।

কাছেই নিরবধি
বইছে দুধের নদী,
সে নদীর দুপাশে কিন্তু জেলির পাড়।





নদীর খাতে খাতে
হরেক রকম জাতের
মাছ ভাসছে তাতে।



জাহাজ তীরে ঠেকে,



নামছে নানা লোকে।

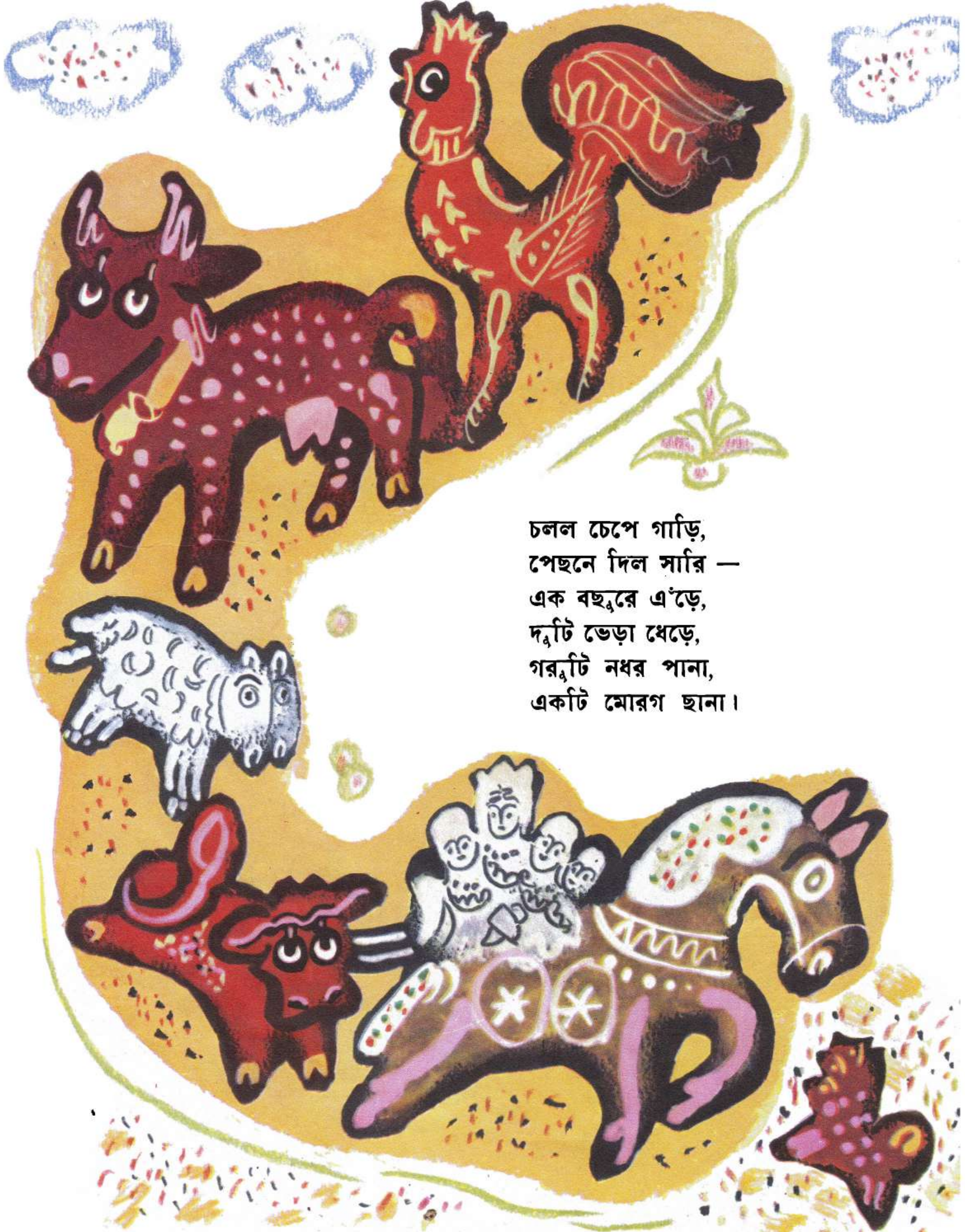


নামলেন, নামলেন
জাহাজের ক্যাপটেন:
শরীরখানা লাঠি,
হাত খেঙরা কাঠি,
কাঁটার ঠ্যাঙ দুটো,
চোখের জায়গায় ফুটো,
গিয়ে উঠলেন রাখালদের ঘরে।

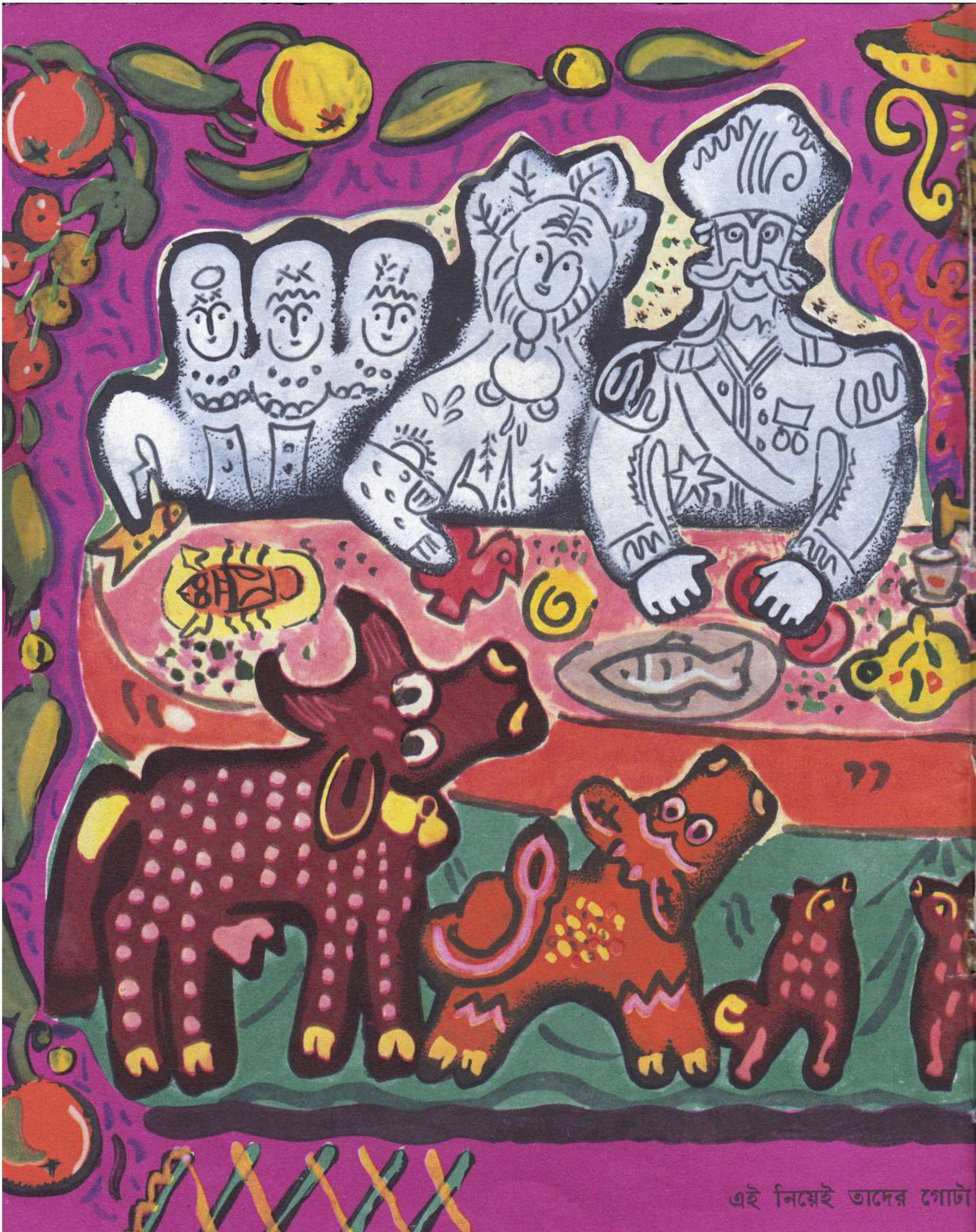


ট্রেন থামতেই কি-না,
নামল ক্যাথেরিনা,
মেয়ে তার তিন জনা,
সবাই ক্যাথেরিনা,
তিন ক্যাথেরিনাই
অমলিনা, পরমা সুন্দরী।





চলল চেপে গাড়ি,
পেছনে দিল সারি —
এক বছুরে এঁড়ে,
দুটি ভেড়া ধেড়ে,
গরুটি নধর পানা,
একটি মোরগ ছানা।



এই নিয়েই তাদের গোটা



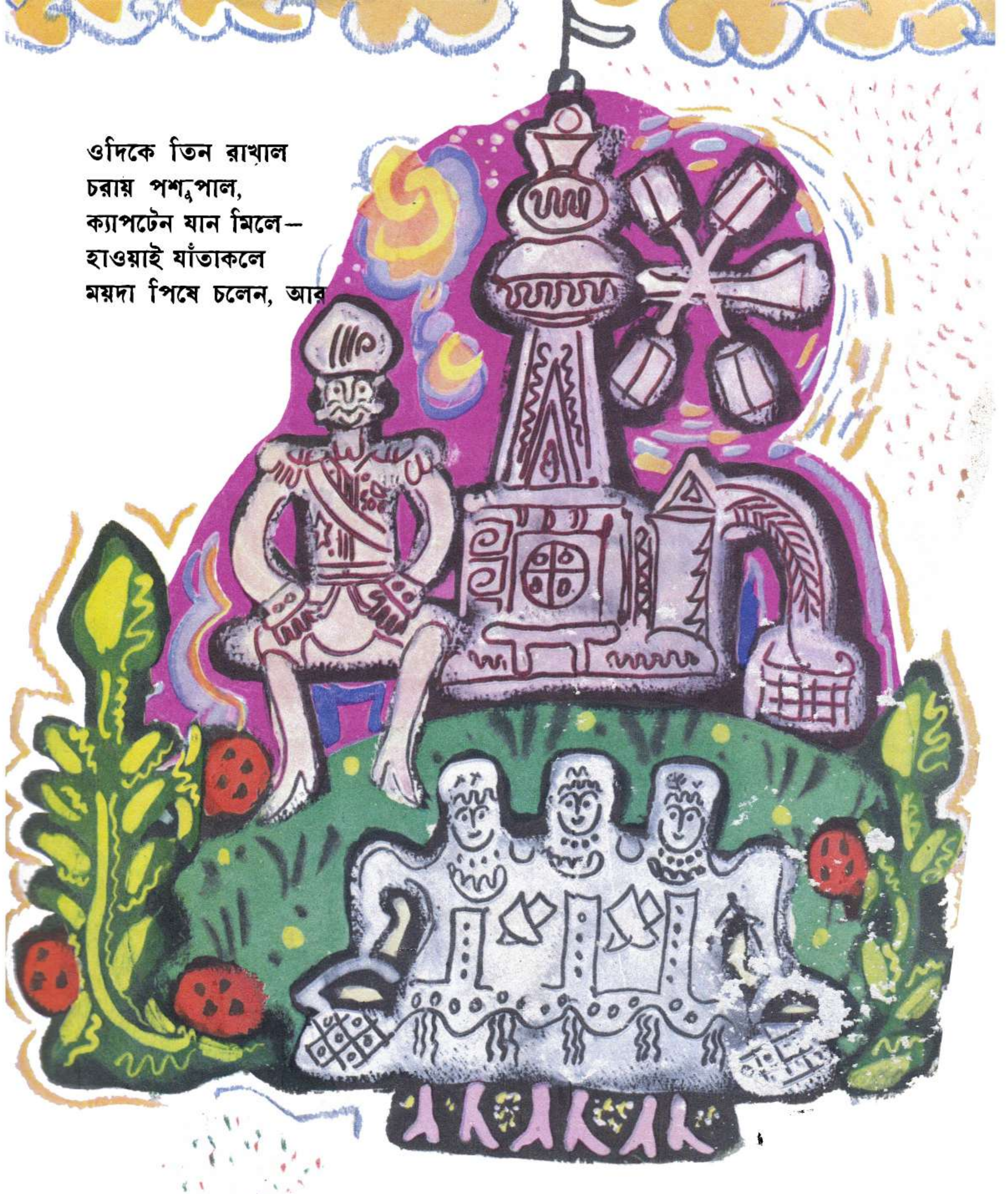
সংসার।

রোজ সকালে মোরগ ওঠে সবার আগে।
উঠেই ডাক ছাড়ে:
ওঠোরে, ওঠোরে,
জাগো, জাগো:




গরু গুটিগুটি গোচারণে,
ঘোড়া ঘুরঘুর ময়দানে,
এঁড়ে তেড়ে তেড়ে আগু বাড়ে,
ধেড়ে ভেড়া ভেড়ে নদীপারে।

ওদিকে তিন রাখাল
চরায় পশুপাল,
ক্যাপটেন যান মিলে—
হাওয়াই যাঁতাকলে
ময়দা পিষে চলেন, আর



ক্যাথেরিনা তিন জনে
বৈঁচি তোলে বনে।



বনের গাছে গাছে পাখির গান,
চুড়োয় চুড়োয় কোকিলের কুহু,



ঝোপে ঝোপে সোনার শিঙ হরিণ।

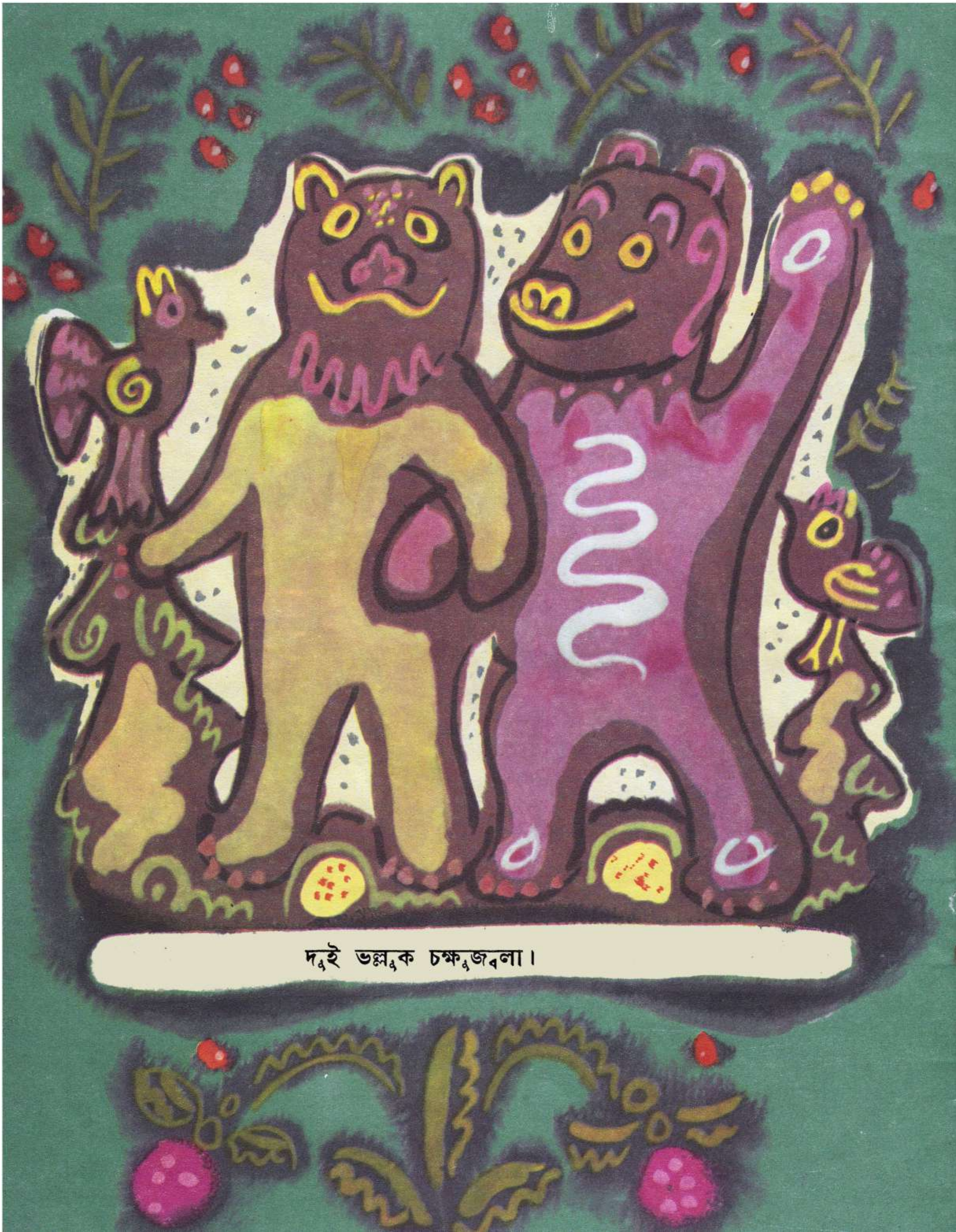
হঠাৎ চমকে উঠলে তিন ক্যাথেরিনা:
— বনে ওঠা কিসের সুড়সুড়!
— ভালুক বুঝি ভিড়ল হুড়মুড়!
— নেকড়ে বুঝি হঠাৎ পেয়ে বাগে
ধরল এসে গরু-ঘোড়াটাকে?



এমন সময় বন থেকে বেরিয়ে এল
দুই নেকড়ে ঘোলা-ঘোলা,



দুই সিংহ কেশর-ফোলা,



দুই ভল্লুক চক্ষুজ্বলা।

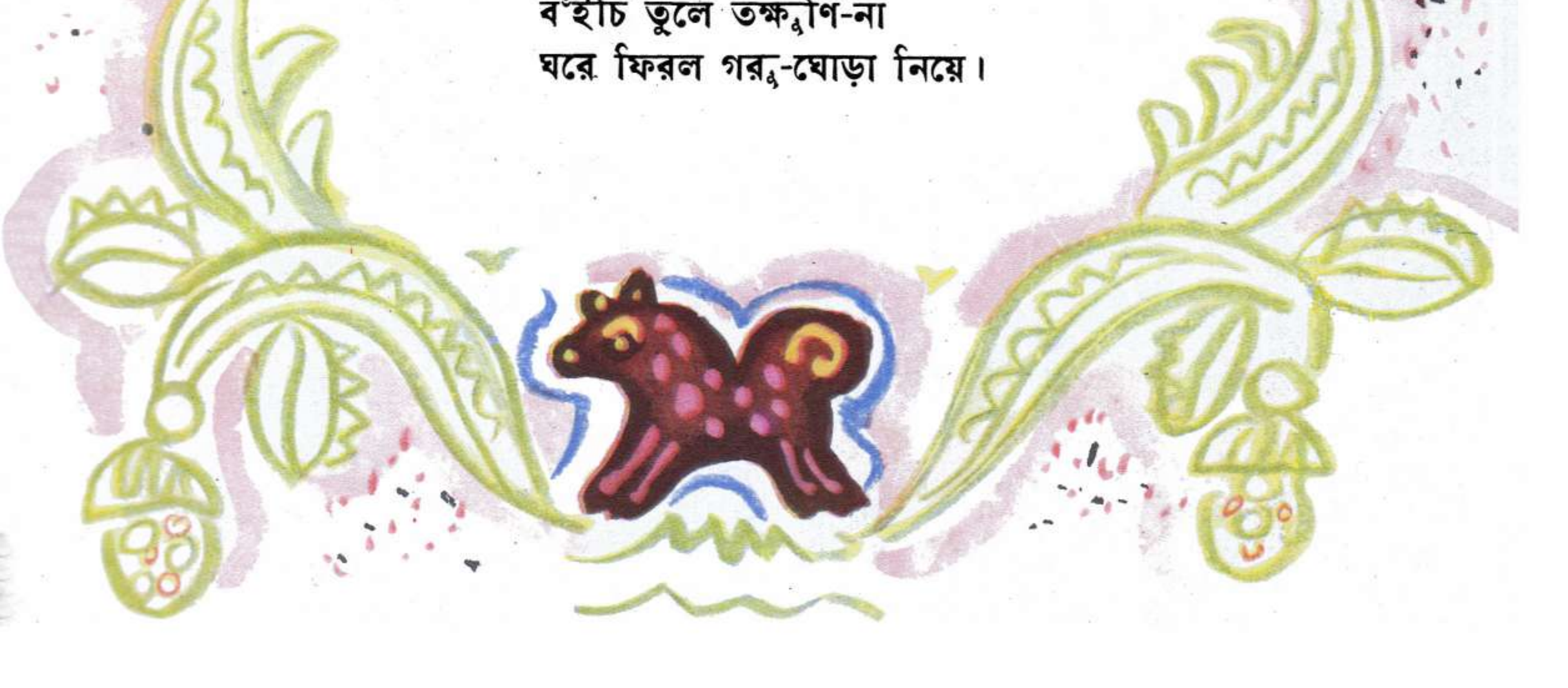


তিন রাখালের বিষাণ
হাঁক লাগালে ভীষণ,
তিন কুকুরে জুটে
তিন দিকেতে ছুটে
হটিয়ে দিলে বনের পশু বনে!





তিন কন্যে ক্যাথেরিনা
বঁইচি তুলে তক্ষুণি-না
ঘরে ফিরল গরু-ঘোড়া নিয়ে।

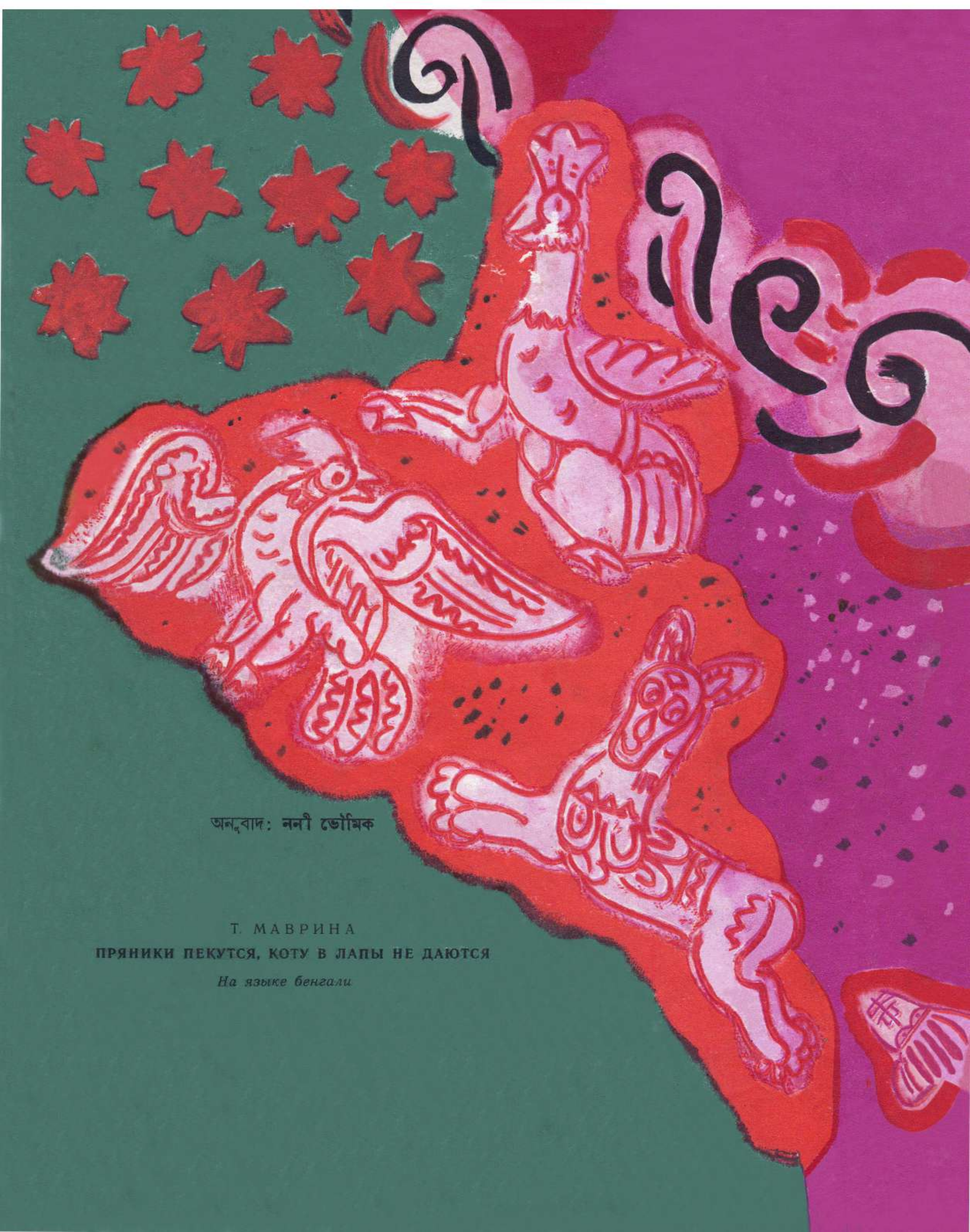


আর বেড়াল বসে বসে এই সব দ্যাখে আর জিব চাটে।

দেখতে, দেখতে, দেখতে নিজেই হয়ে গেল পুতুল-পিঠে। বাচ্চা-কাচ্চা সমেত তাকে তখন পিঠে-ঘরে নিয়ে এল তিন ক্যাথেরিনা। দেখেই প্রথম চেঁচিয়ে উঠল মোরগ:







অনুবাদ: ননী ভৌমিক

Т. МАВРИНА

**ПРЯНИКИ ПЕКУТСЯ, КОТУ В ЛАПЫ НЕ ДАЮТСЯ**

*На языке бенгали*